মক্কা-মদিনার মসজিদে রমজানেও উপস্থিতি স্থগিত

করোনাভাইরাস মোকাবেলায় পবিত্র রমজান মাসেও সৌদি আরবের মক্কার মসজিদুল হারাম ও মদিনার মসজিদে নববীতে সর্বসাধারণের জন্য তারাবিহসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে উপস্থিতি স্থগিত থাকবে।

সোমবার রাতে দেশটির হারামাইন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ড. আবদুর রহমান আস সুদাইস এ তথ্য জানিয়েছেন।

সৌদি স্বাস্থ্যবিষয়ক যৌথ কমিটির পরামর্শে জনস্বার্থ বিবেচনায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ড. আবদুর রহমান আস সুদাইস জানান, এ সময় তারাবিহ ও তাহাজ্জুদের নামাজ সংক্ষিপ্ত আকারে পাঁচ সালামে (১০ রাকাত) আদায় করা হবে।

এ রমজানে হারামাইনে ইতিকাফ ও চিরাচরিত ইফতার প্রোগ্রাম বন্ধ থাকবে। তবে হারামাইনের ইফতার মক্কা ও মদিনা উভয় শহরে বিতরণ করা হবে। পরবর্তী ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত উমরাহ বন্ধ থাকবে।

উল্লেখ্য, মক্কা ও মদিনা উভয় শহরেই বর্তমানে ২৪ ঘণ্টার কারফিউ চলমান রয়েছে।

সৌদি আরবের নাগরিক এবং অভিবাসীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের প্রবেশ মুখে সবাইকে প্রাথমিক করোনা টেস্ট করা হচ্ছে। করোনা প্রতিরোধে সৌদি স্বাস্থ্যকর্মীরা মাঠপর্যায়ে শ্রমিক ক্যাম্প এবং বাসাবাড়িতে গণহারে করোনা পরীক্ষা করছেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী তৌফিক আল রাবিয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন, এ কারণেই দেশটিতে বর্তমানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সবশেষ তথ্যানুযায়ী ২০ এপ্রিল সৌদি আরবে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১১২২ জন। মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১০ হাজার ৪৮৪ জন। দেশটিতে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০৩ জনে।

অন্যদিকে সুস্থ হয়েছেন ৮৮ জন, সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন ১ হাজার ৪৯০ জন।

এদের মধ্যে ২৭ শতাংশ সৌদি, ৭৩ শতাংশ অভিবাসী। পুরুষ ৭৭ শতাংশ আর মহিলা ২৩ শতাংশ আক্রান্ত। সূত্র- যুগান্তর

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন সাময়িকভাবে স্থগিত করছেন ট্রাম্প

করোনাভাইরাসের থাবায় প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে এরই মধ্যে আক্রান্ত হয়েছে বিশ্বের ২১০টি দেশ ও অঞ্চল। এর মধ্যে সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র আমেরিকার। দেশটিতে আক্রান্ত হয়েছে ৭ লাখ ৯২ হাজারের বেশি মানুষ। মৃতের সংখ্যা ৪২ হাজারের বেশি।

দেশটিতে করোনা ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে চলছে লকডাউন। এমন পরিস্থিতে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের আয়-রোজগারের পথও বন্ধ হয়ে গেছে। চাকরি হারিয়ে বেকারও হয়েছেন অনেকে। আর তাই নাগরিকদের কাজের সুযোগ করে দেয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী প্রবেশ সাময়িকভাবে স্থগিত করতে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

সোমবার একটি টুইট বার্তায় ট্রাম্প বলেন, অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণের কারণে আমাদের মহান আমেরিকার নাগরিকদের কাজ বাঁচানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আমি অভিবাসন সাময়িকভাবে স্থগিত করার জন্য একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর দিতে যাচ্ছি। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনেও করোনার হানা

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস এবার হানা দিল ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনেও। সেখানকার এক পরিচ্ছন্নতাকর্মীর দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। এরপর প্রায় ১০০ জনকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। খবর এনডিটিভির।

রাষ্ট্রপতি ভবনের একটি সূত্রের বরাতে বলা হয়েছে, চার দিন আগে ওই পরিচ্ছন্নতাকর্মীর দেহে সংক্রমণ ধরা পড়ে। সচিবপর্যায়ের কর্মকর্তাদের ও তাদের পরিবারকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে বলা হয়েছে। আর কর্মীদের দিল্লির একটি কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্রে নিয়ে রাখা হয়েছে।

পরীক্ষায় কমপ্লেক্সের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ছাড়া অন্য কারও দেহে করোনাভাইরাস পাওয়া যায়নি। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

অস্ত্রোপচারের পর কিমের অবস্থা আশঙ্কাজনক!

উত্তর কোরিয়ায় প্রেসিডেন্ট কিম জং উনের সম্প্রতি একটি অস্ত্রোপচারে পর তিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছেন বলে দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম সিএনএন।

আর এ জন্যই গত ১৫ এপ্রিল উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উন দাদার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি বলে জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম।

যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু কর্মকর্তা সিএনএনকে জানিয়েছে, অস্ত্রোপচারের পর আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন কিম জং উন।
এ ব্যাপারে দক্ষিণ কোরিয়া ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ডেইলি এনকের প্রতিবেদনে বলা হয়, কিমের হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। তবে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন বলে দ্য ডেইলি এনকে’র প্রতিবেদনে বলা

হয়েছে।

তবে উত্তর কোরিয়ার সরকারের গোপনীয়তার কারণে কিমের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এখনো স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

ভারতে করোনা রোগীর ৮০ শতাংশই উপসর্গহীন

ভারতে এখন পর্যন্ত যতজন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, তাদের বেশিরভাগের মধ্যেই ভাইরাসটির কোনও উপসর্গ দেখা যায়নি।

প্রায় একমাস ধরে লকডাউনের মধ্যে ভারতে আক্রান্ত্রের সংখ্যা যখন ২০ হাজার ছুঁইছুঁই, ঠিক সেসময় এমনই তথ্য সামনে এনেছেন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর একজন গবেষক।

রমণ আর গঙ্গাখেড়কর নামে ওই গবেষক বলেছেন, এখন পর্যন্ত যতজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, তাদের ৮০ শতাংশের মধ্যেই কোনও উপসর্গ দেখা যায়নি। তাই উপসর্গহীনদের কীভাবে শনাক্ত করা যাবে, সেটিই এখন আমাদের প্রধান দুশ্চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক জানিয়ে তিনি বলেন, সংক্রমিত ব্যক্তি যাদের সংস্পর্শে এসেছেন, তাদের সবার পরীক্ষা করে দেখা ছাড়া আর কোনও ভাবে নতুন করে কেউ সংক্রমিত হয়েছেন কিনা, তা বোঝার উপায় নেই।

উপসর্গহীনদের শনাক্ত করতে পদ্ধতিগত কোনো পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব কি না, এ বিষয়ে গঙ্গাখেড়কর বলেন, আর কি পরিবর্তন করা যাবে? তেমন কোনও সম্ভাবনা তো দেখছি না।

তিনি বলেন, কোথাও সংক্রমণ ধরা পড়লে বা হটস্পটগুলোতে গিয়ে সেখানকার মানুষের ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগ রয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। আর কী পদক্ষেপ করা যেতে পারে জানি না।

ভারতের মতো দেশে উপসর্গহীনদের সবার পরীক্ষা করা অসাধ্য। তাই সংক্রমিত ব্যক্তিরা কার কার সংস্পর্শে এসেছেন, এই মুহূর্তে তা খুঁজে বের করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই বলেও জানিয়েছেন আইসিএমআরের এই বিজ্ঞানী।

করোনাভাইরাসের কারণে ভারতে কতটা ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখে পড়তে চলেছে; তা মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে মনে করেন তিনি।

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

করোনায় আমেরিকায় আরও ৭ জনসহ ১৭৪ বাংলাদেশির মৃত্যু

পরিস্থিতির উন্নতি বলা হলেও ১৯ এপ্রিল নিউইয়র্কে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও ৫২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুর তালিকায় দিনটিতে আমেরিকায় আরও সাত জন বাংলাদেশির নাম যোগ হয়েছে। এ নিয়ে দেশটিতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১৭৪ জন বাংলাদেশির মৃত্যু হলো। লকডাউনের সীমাবদ্ধতার কারণে তথ্য সংগ্রহে সমস্যা হওয়ায় বাংলাদেশিদের মৃত্যুর এ সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে বলে কেউ কেউ মনে করেন।

১৯ এপ্রিল করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হওয়া ওই সাত বাংলাদেশি হলেন-এনওয়াইপিডি ট্রাফিক সেকশন কমান্ডার মোহাম্মদ মুজিব চৌধুরী, এবাদ হোসাইন, মো. আলী, হাফেজ আহমদ মোল্লা, তালেব আহমেদ চৌধুরী, খন্দকার মোসাদ্দিক ও আলী সাদেক।
এদিকে আমেরিকায় লকডাউন তুলে নেওয়ার দাবিতে মানুষ রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে। অন্যদিকে প্রতিদিনই মৃত্যুর মিছিল বাড়ছে। করোনাভাইরাসে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত আমেরিকা। দেশটিতে মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ হতে হতে এরই মধ্যে ৪০ হাজার পেরিয়ে গেছে। প্রতি মুহূর্তেই বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। তবে নিউইয়র্কের হাসপাতালে রোগী ভর্তির সংখ্যা কমছে। গড়ে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও কমছে। উন্নতির এ ধারা ধরে রাখার জন্য জোর চেষ্টা প্রচেষ্টা

অব্যাহত রয়েছে।

নিউইয়র্ক নগরীর মেয়র বিল ডি ব্লাজিও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কী হচ্ছে এসব? এ নগরীর প্রতিটা সুবধা গ্রহণ করেছেন কিন্তু নিউইয়র্ক নগরীর প্রয়োজনের সময়ে আপনি কোথায়?’ তিনি বলেন, যে নগরীতে ডোনাল্ড ট্রাম্প বড় হয়েছেন, যে মানুষদের নিয়ে বেড়ে উঠেছেন তাঁদের রক্ষা করতে তিনি ব্যর্থ হচ্ছেন।

১৯ এপ্রিল নতুন প্রণোদনা তহবিলের জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তাঁর প্রভাব কাজে লাগানোর আহ্বান জানান বিল ডি ব্লাজিও। মার্কিন কংগ্রেস ও সিনেটে আইনপ্রণেতারা এর মধ্যেই আরেক দফা প্রণোদনা তহবিল নিয়ে কথা বলছেন।

নিউইয়র্কের রাজ্য গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোসহ মেয়র ব্লাজিও নিউইয়র্কের জন্য ফেডারেল সরকারের বর্ধিত সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। নিউইয়র্ক খুলে দেওয়ার আগে প্রয়োজনীয় ফেডারেল সাহায্য নিশ্চিত করার জন্য রাজ্য ও নগর নেতারা বারবার আবেদন জানাচ্ছেন। মেয়র জানিয়েছেন, নগরজুড়ে করোনা পরীক্ষার আওতায় আসা লোকজনের মধ্যে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ৪২ থেকে ৩৮ শতাংশে নেমেছে ঠিকই। তবে সরকারি ল্যাবে পরীক্ষায় আসা লোকজনের মধ্যে সংক্রমণের হার ৭২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

নিউইয়র্কে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির উন্নতি-অবনতি নিয়ে মিশ্র তথ্য দিয়েছেন মেয়র ডি ব্লাজিও। তিনি বলেছেন, সামাজিক দূরত্ব এখনো আমাদের কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।আদেশ না মানলে জরিমানা করা হবে। আদেশ লঙ্ঘনকারীদের তথ্য জানানোর জন্য তিনি নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

করোনা পরিস্থিতি সামাল দিতে আমেরিকার নানা প্রান্ত থেকে আসা ১ হাজার ৪০০ স্বেচ্ছাসেবী নিউইয়র্কে কাজ করছেন রাজ্যের ৪০টি হাসপাতালে। মার্কিন সেনাবাহিনীর ৫৩৫ জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তাও নগরীর হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে কাজ করছেন। ১৯ এপ্রিল জানানো হয়েছে, নগরীর পাঁচ বরোর হাসপাতালে ৩৪ হাজার ৬০২ জনের চিকিৎসা চলছে। ১৯ এপ্রিল মৃত্যুর তালিকায় ৫২৮ জনের নাম যুক্ত হয়ে নগরীতে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ৭১২ জনে। এর মধ্যে ৮ হাজার ৮১১ জনের করোনায় নিশ্চিত মৃত্যু এবং ৪ হাজার ৪২৯ জনের সম্ভাব্য করোনায় মৃত্যু হয়েছে বলে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

আমেরিকায় এ পর্যন্ত সাত লাখ ৬৪ হাজার লোক করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৪০ হাজার ৫৬৫ জন মানুষের।

১৯ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার বলেন, তিনি দ্রুত সবকিছু খুলে দেওয়ার পক্ষে। কোনো কোনো রাজ্য গভর্নর সামাজিক দূরত্বের নামে বাড়াবাড়ি করছেন বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। আমেরিকার বিভিন্ন নগরীতে লকডাউনের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক বিক্ষোভকারীদের প্রতি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি দেখিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি বলেন, আমি সবার সঙ্গেই আছি। সূত্র-প্রথম আলো

বঙ্গবন্ধুর আরেক খুনি পশ্চিমবঙ্গে আত্মগোপনে: আনন্দবাজার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত আরেক খুনি রিসালদার (বরখাস্ত) মোসলেম উদ্দিন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আত্মগোপনে রয়েছে বলে জানিয়েছে কলকাতার প্রভাবশালী গণমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকা।

সোমবার এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে পত্রিকাটি।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি গ্রেফতার ও ফাঁসি কার্যকর হওয়া বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আবদুল মাজেদ দীর্ঘদিন কলকাতায় ছিলেন। তার ফাঁসি কার্যকরের আগে তার কাছ থেকে বাংলাদেশের গোয়েন্দারা মোসলেম উদ্দিনের অবস্থান জেনে নেয়।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ভারতের গোয়েন্দাদের সহযোগিতায় রিসালদার মোসলেম উদ্দিনকে উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে। তবে অন্য একটি সূত্রের বরাতে বলা হয়েছে, মাজেদ আটক হওয়া মাত্রই নিজের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে গা ঢাকা দিয়েছে মোসলেম উদ্দিন।

ভারতের গোয়েন্দাদের একটি সূত্রের দাবি, লকডাউনের সময় ভারত থেকে

মোসলেম উদ্দিনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ায় সমস্যা হতে পারে বলে ঢাকা বিষয়টি ভারতের গোয়েন্দাদের জানায়। ভারতীয় গোয়েন্দারা এই খুনিকে কার্যত তাড়িয়ে সীমান্তের কোনো একটি অরক্ষিত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশের গোয়েন্দাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তবে সরকারিভাবে কিছুই স্বীকার করা হয়নি।

গোয়েন্দা সূত্রে আরও খবর, উত্তর ২৪ পরগনার একটি আধাশহরে ইউনানি চিকিৎসক সেজে ভাড়া ছিলেন মোসলেম উদ্দিন।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে হানা দেয়া দলটির সামনের সারিতে ছিল মোসলেম উদ্দিন। অনেকের দাবি, মোসলেম উদ্দিনই গুলি করে হত্যা করেছিল শেখ মুজিবকে।

গত ১২ এপ্রিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত খুনি ও মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আবদুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আবদুল মাজেদ ২৩ বছর ধরে কলকাতায় আত্মগোপনে ছিলেন।

প্রসঙ্গত বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় ১২ আসামিকে ২০০৯ সালে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয়।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সৈয়দ ফারুক রহমান, সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান, বজলুল হুদা, এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদ ও মুহিউদ্দিন আহমেদের ফাঁসি ২০১০ সালের ২৭ জানুয়ারি কার্যকর হয়।

রায় কার্যকরের আগে ২০০২ সালে পলাতক অবস্থায় জিম্বাবুয়েতে মারা যান আসামি আজিজ পাশা।

আবদুল মাজেদ গ্রেফতার হওয়ার পর এখন পলাতক আছেন পাঁচজন। তারা হলেন- খন্দকার আবদুর রশীদ, শরিফুল হক ডালিম, এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী, এ এম রাশেদ চৌধুরী ও মোসলেম উদ্দিন। সূত্র-যুগান্তর

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মহাকাশের উদ্দেশ্যে ওই দিন পাড়ি দেন নাসার মহাকাশচারী ক্রিস ক্যাসিডি ও দুই রুশ মহাকাশচারী অ্যানাতলি ইভানিসিন ও ইভান ভাগনার। ছবিতে যদিও নভোচারীদের কাছাকাছি মিকরিনকে দেখা যায়নি। পরে তার পরপর দুটি পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। রাশিয়ার স্পেশ পারসোনেলদের মধ্যে ৩০ জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত। তবে মিকরিন কীভাবে আক্রান্ত হলেন তা জানা যায়নি। তার শরীরে কোনও উপসর্গ দেখা যায়নি। হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন তিনি। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

কত ভাইরাস আছে পাহাড়ের নিচে উহানের সেই ল্যাবে?

বিশ্বব্যাপী আজ আতঙ্কের নাম করোনাভাইরাস। গোটা বিশ্বে দাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে এই ভাইরাস। এটি এখন পর্যন্ত ২১০টি দেশ ও অঞ্চলে থাবা বসিয়েছে। এতে সারাবিশ্বে আক্রান্ত হয়েছে ২৪ লাখ ৭ হাজার ৫শ’ মানুষ। মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ৬৫ হাজার ৮২ জনের।

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস কি উহানের ল্যাব থেকেই ছড়িয়ে পড়েছে? গোটা বিশ্বে এখন এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এরই মধ্যে উহানের ওই ল্যাব নিয়ে সামনে এল আরও এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। সেখানে নাকি এশিয়ার সবচেয়ে বড় ‘ভাইরাস ব্যাংক’ রয়েছে। চীনের একটি ছোট্ট শহর উহান। শহরটির নামের সঙ্গে আমরা অনেকেই হয়তো পরিচিত ছিলাম না, কিন্তু করোনাভাইরাসের উৎস হিসেবে আজ সেই নাম যথেষ্ট পরিচিত।

আমেরিকার দাবি, উহানের ওই ল্যাবরেটরি থেকেই লিক হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ভাইরাস। উহানের মাছের বাজারের সঙ্গে ভাইরাসের কোনও সম্পর্ক নেই বলেই মনে করছে বহু বিশেষজ্ঞ। আমেরিকা এই বিষয়ে রীতিমত তদন্ত শুরু করেছে। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মাইক পম্পেও জানিয়েছেন, কীভাবে গোটা বিশ্বে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ল তার নিখুঁত তদন্ত করবে আমেরিকা।
কী এই ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজি?

চীনের ভাইরাস কালচার কালেকশনের কেন্দ্র এই গবেষণাগার। বলা যেতে

পারে এটাই্ এশিয়ার বৃহত্তম ভাইরাস ব্যাংক। যেখানে ১৫ হাজার ধরনের ভাইরাসের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এবোলার মত ভাইরাস নিয়েও গবেষণা করে এরা। যেসব ভাইরাস মানুষ থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ছড়াতে পারে, সেরকম ভাইরাস রয়েছে এই গবেষণাগারে।

৪২ মিলিয়ন ডলারে তৈরি করা হয় এই ভাইরোলজি ল্যাবরেটরি। ২০১৫ সালে ল্যাব তৈরির কাজ শেষ হয়। ২০১৮ থেকে এখানে গবেষণার কাজ শুরু হয়। এখানে অবশ্য একটি ল্যাবরেটরি রয়েছে, যা ২০১২ থেকে কাজ শুরু করেছে।

এই গবেষণাগারটি অবস্থিত জঙ্গলে ঘেরা একটি পাহাড়ের তলায়। পাশেই রয়েছে জলাশয়। লোকালয় থেকে দূরে এই গবেষণাগার ৩২ হাজার স্কয়ার ফুট জায়গা জুড়ে রয়েছে। বিল্ডিং-এর বাইরে একটি সতর্কবার্তা লেখা রয়েছে। সেখানে লেখা আছে, ‘শক্তিশালী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে আতঙ্কিত হবেন না, অফিসিয়াল ঘোষণা শুনুন, বিজ্ঞানে বিশ্বাস করুন, গুজব ছড়াবেন না’।

কী বলছে আমেরিকা?

করোনাভাইরাস উহানের ল্যাব থেকেই ছড়িয়েছিল কিনা শুক্রবার সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, ‘আমরা এটার দিকে নজর রেখেছি, আরও বহুলোক এর দিকে নজর রেখেছে। এটা ক্রমেই বোঝা যাচ্ছে।’

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, ‘তারা (চীন) একটি নির্দিষ্ট ধরণের বাদুড়ের কথা বলেছেন, কিন্তু ওই বাদুড় ওই এলাকায় ছিলই না। ওই এলাকায় বাদুড় বিক্রি হয়নি, সেটা বিক্রি হয়েছিল ৪০ মাইল দূরে।’

এর আগের দিনই ফক্স নিউজ জানিয়েছিল, মারাত্মক ভাইরাসটি উহানের একটি ল্যাব থেকে ছড়িয়েছে কিনা সে সম্পর্কে আমেরিকা পুরো জোর দিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে। বিশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলি পরীক্ষাগারগুলো ও রোগের প্রকোপ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে।

ভাইরাসের উৎস প্রসঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ‘অনেক অদ্ভুত জিনিস ঘটছে, কিন্তু অনেক তদন্তের কাজও চলছে এবং আমরা এটা খুঁজে বের করছি। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, এটা যেখান থেকেই, যে রূপেই আসুক না কেন, তা চীন থেকে এসেছে। আর যার কারণে, বিশ্বের ১৮৪টি

□□□ □□ □□ □□□□□□’ □□□□□: □□□□□